ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৬

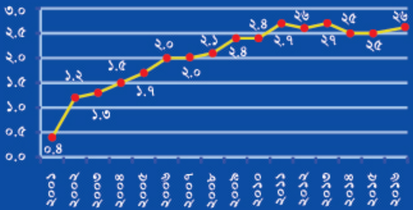

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ এ প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশান পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০১৬ অনুযায়ী সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৬। তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চদশ বা ১৫তম। এবছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী পঞ্চদশ অবস্থানে সম্মিলিতভাবে আরও রয়েছে ক্যামেরুন, গাম্বিয়া, কেনিয়া, মাদাগাস্কার ও নিকারাগুয়া। এ বছর উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তম।

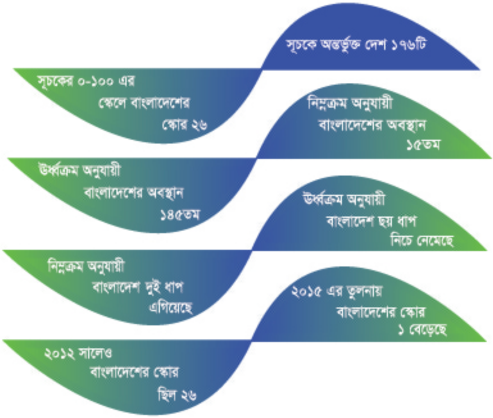

৯০ স্কোর পেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে যৌথভাবে অবস্থান করছে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। ৮৯ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে সুইডেন যার স্কোর ৮৮। ১০ স্কোর পেয়ে ২০১৬ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে সোমালিয়া। ১১ স্কোর পেয়ে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ সুদান এবং ১২ স্কোর পেয়ে তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া।

বাংলাদেশ: সিপিআই স্কোর ২০০১-২০১৬

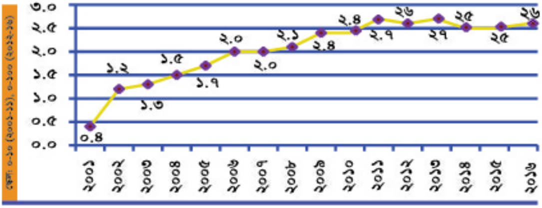

নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান: ২০০১-০৫ (সর্বনিম্ন);
২০০৬ (৩), ২০০৭ (৭), ২০০৮ (১০), ২০০৯ (১৩), ২০১০ (১২), ২০১১ (১৩), ২০১২ (১৩), ২০১৩ (১৬), ২০১৪ (১৪), ২০১৫ (১৩), ২০১৬ (১৫)।

২০০১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর ও নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান

সাল	স্কোর	নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান	সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা
২০০১	০.৪	১	৯১
২০০২	১.২	১	১০২
২০০৩	১.৩	১	১৩৩
২০০৪	১.৫	১	১৪৬
২০০৫	১.৭	১	১৫৯
২০০৬	২.০	৩	১৬৩
২০০৭	২.০	৭	১৮০
২০০৮	২.১	১০	১৮০
২০০৯	২.৪	১৩	১৮০
২০১০	২.৪	১২	১৭৮
২০১১	২.৭	১৩	১৮৩
২০১২*	২৬*	১৩	১৭৬
২০১৩*	২৭*	১৬	১৭৭
২০১৪*	২৫*	১৪	১৭৫
২০১৫*	২৫*	১৩	১৬৮
২০১৬*	২৬*	১৫	১৭৬

*২০০১-২০১১ পর্যন্ত ০-১০ স্কেলে; ২০১২-২০১৬ পর্যন্ত ০-১০০ স্কেলে নির্ণীত

সূচক অনুযায়ী ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সূচক অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে ৪৩ স্কোরকে গড় স্কোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ২০১৬ সালের স্কোর ২৬ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, ২০১২ সালেও বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৬।

সিপিআই সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবেই অনেক সময় 'বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে' এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে দেশের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। ২০১৬ সালের সিপিআই অনুযায়ী এ দেশটির স্কোর ৬৫ এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ২৭। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ভারত, যার স্কোর ৪০ এবং অবস্থান ৭৯। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এরপরে ৩৬ স্কোর পেয়ে ৯৫তম অবস্থানে যৌথভাবে রয়েছে মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা। এরপর ৩২ স্কোর পেয়ে ১১৬তম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। অন্যদিকে, ২৯ স্কোর পেয়ে ১৩১তম অবস্থানে রয়েছে নেপাল। এরপর রয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পরে ১৫ স্কোর পেয়ে সূচকে নিম্নক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিম্নক্রম অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, টানা চার বছর পর (২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত) সূচকে অন্তর্ভুক্ত না হলেও ২০১৬ সালে মালদ্বীপ আবার অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্কোর অনুযায়ী তিন বছরে (২০১৪-২০১৬) দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের অবস্থান (ইংরেজি বর্ণমালার বর্ণক্রমানুযায়ী)

দক্ষিণ এশীয় দেশ	২০১৬ (১৭৬টি দেশ)		২০১৫ (১৬৮টি দেশ)		২০১৪ (১৭৫টি দেশ)	
	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)
আফগানিস্তান	১৫	১৬৯	১১	১৬৬	১২	১৭২
বাংলাদেশ	২৬	১৪৫	২৫	১৩৯	২৫	১৪৫
ভুটান	৬৫	২৭	৬৫	২৭	৬৫	৩০
ভারত	৪০	৭৯	৩৮	৭৬	৩৮	৮৫
মালদ্বীপ	৩৬	৯৫	*	*	*	*
নেপাল	২৯	১৩১	২৭	১৩০	২৯	১২৬
পাকিস্তান	৩২	১১৬	৩০	১১৭	২৯	১২৬
শ্রীলঙ্কা	৩৬	৯৫	৩৭	৮৩	৩৮	৮৫

* মালদ্বীপ সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী?

সিপিআই বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে।

সিপিআই নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য টিআই ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং '১০০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

সিপিআই নিরুপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরুপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১৩টি জরিপের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই এর ২০১৬ সালের সূচক প্রণীত হয়েছে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়।

- উপাত্তের উৎস নির্বাচন
- পুনঃপরিমাপ
- পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয়
- পরিমাপের যথার্থতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ

জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সিপিআই ২০১৬ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৭টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো:

- বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫
- ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে ২০১৬
- গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস ২০১৫
- বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স ২০১৬
- ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অব ল ইনডেক্স ২০১৬
- পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড ২০১৬
- ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস ২০১৬

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য

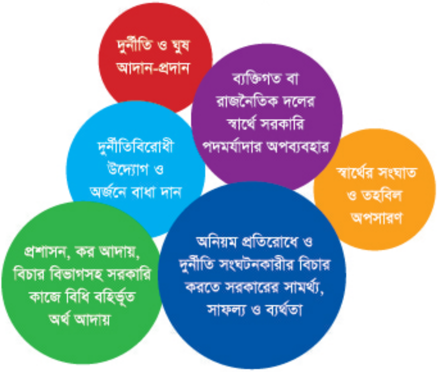

এবারের সূচকে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টিআই এর অন্যান্য দেশের চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- জনগণের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে
- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা, সকলের সমান অধিকার চর্চা করে
- কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কাজ করে না
- এর সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়
- গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে
- পাঁচটি মূল কর্ম-খাত: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
- উল্লেখিত খাতগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে
- ঢাকার বাইরে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) গঠনের মাধ্যমে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) সক্রিয়
- সারাদেশে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবক: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ, ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ, ইয়াং প্রফেশনাল এগেইনস্ট করাপশান (ওয়াইপ্যাক) ও টিআইবি সদস্য
- চলমান প্রকল্পের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো: যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ অ্যাম্বেসি/ডানিডা।

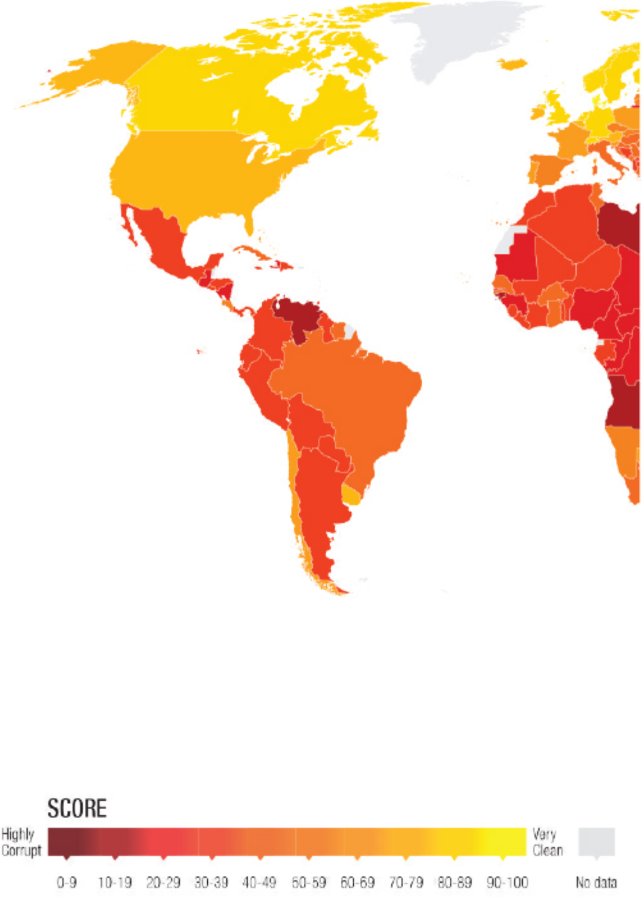
SCORE
Highly Corrupt
Very Clean
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
No data

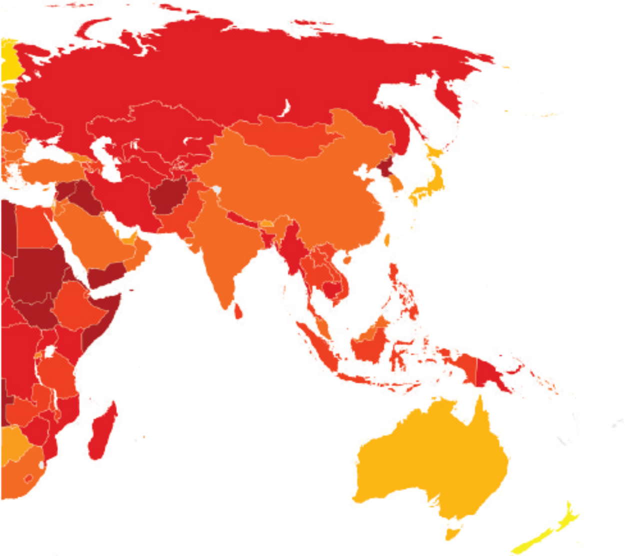

দুর্নীতির
বিরুদ্ধে
একসাথে

সিপিআই সম্পর্কে আরো জানতে: www.transparency.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪ ও ৫ লেভেল)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ নতুন (পুরাতন ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

দুর্নীতি থামান
...এখনই